بسم الله الرحمن الرحيم

In the name of Allah, Most Gracious, Ever Merciful

Press Desk

Ahmadiyya Muslim Jamaat
INTERNATIONAL

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
বৃহস্পতিবার, ৩ মার্চ, ২০১৬

লন্ডনে মুসলিম যুবকদের সমাবেশে (ওয়াকফে-নও ইজতেমা) আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব নেতার বক্তব্য

মুসলিম যুবকদের নৈতিক এবংপেশাগত বিষয়ে উপদেশ দিলেন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)

২৮ ফেব্রুয়ারী, ২০১৬ তারিখে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব নেতা, পঞ্চম খলীফা, মাননীয় হুযূর, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) যুক্তরাজ্যের আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের *জাতীয় ওয়াকফে-নও বালক বিভাগের* বার্ষিক ইজতেমার সমাপনী অধিবেশনে ভাষণ দেন।

লন্ডনের বাইতুল ফুতূহ্ মসজিদে সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয় এবং *ওয়াকফে-নও স্কীমের* ১,২৬০ এর বেশি পুরুষ সদস্যসহ ১,৫০০ এর উপরে মানুষ এতে অংশগ্রহণ করেন।

তাঁর ভাষণে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ ওয়াকফে-নও সন্তানদের উপর ন্যস্ত নৈতিক দায়িত্ববলী সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোকপাত করেন। তিনি তাদেরকে ভবিষ্যতের পেশা নির্বাচনের ব্যাপারেও উপদেশ দেন।

মাননীয় হুযূর আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ধর্মতাত্ত্বিক প্রতিষ্ঠান *জামেয়া আহমদীয়াতে* বেশি সংখ্যক জীবন-উৎসর্গকারীদের আবেদনের গুরুত্বের উপর জোর দেন এবং তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র, প্রকৌশলবিদ্যা ও সাংবাদিকতাসহ আরও কিছু সম্ভাব্য পেশার বিষয়ে উল্লেখ করেন।

Registered Address: 22 Deer Park Road, London, SW19 3TL UK
Tel/Fax: 020 8544 7613 Mob: 077954 90682 Email: press@ahmadiyya.org.uk

Press Secretary AMJ International

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"ওয়াকফে-নও হিসেবে আপনাদের মনে রাখতে হবে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের কী কী প্রয়োজন এবং চাহিদা রয়েছে আর সে অনুযায়ী নিজেদের শিক্ষিত করতে হবে এবং যতটা সম্ভব পরিশ্রম করতে হবে।"

চিকিৎসাশাস্ত্রের ব্যাপারে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ বলেন যে চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের নিজেদের বিশ্বাস পালনের সাথে মানবতার সেবা করারও সুযোগ রয়েছে।

খলীফা এটাও বলেন যে ধর্মের সাথে সম্পর্কহীন উচ্চশিক্ষা ওয়াকফে-নও সন্তানদের জন্য যথেষ্ট নয়।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আমি এটাও পরিষ্কারভাবে বলতে চাই যে শুধুমাত্র শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জনই আপনাদের জন্য যথেষ্ট নয়। বরং, ওয়াকফে-নও সদস্য হিসেবে আমাদের আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যাশা রয়েছে। সংক্ষেপে, একজন ওয়াকফে-নও এর চরিত্র সম্পূর্ণভাবে ইসলামের শিক্ষানুযায়ী গঠিত হওয়া উচিত। আপনাদের সবসময় সর্বোচ্চ নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক মান বজায় রাখতে হবে।"

মাননীয় হুযূর ওয়াকফে-নও সন্তানদের নিয়মিত ইবাদত পালন এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহতা'লার সাথে সম্পর্ক তৈরির ব্যাপারে গুরুত্ব দেন। মাননীয় হুযূর বলেন ওয়াকফে-নও ছেলেদের ***'সর্বোচ্চ আদর্শ দেখানো উচিত যেন মানুষ তোমাদের এবং অন্যদের মধ্যে পরিষ্কারভাবে পার্থক্য করতে পারে'।***

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) উপস্থিতদের সবসময় দয়ালু হতে এবং কখনো অন্যদের বিদ্রূপ না করতে উপদেশ দেন। তিনি বলেন ওয়াকফে-নও ছেলেদের ভিডিও গেম খেলে সময় নষ্ট করা উচিত নয় বরং তাদের বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত। এছাড়াও তাদের অভদ্র আচরণ শেখায় এরকম যেকোন জিনিস পরিহার করা উচিত, যেমন অসঙ্গত ফিল্ম বা ছায়াছবি।

মাননীয় হুযূর সত্যবাদিতা এবং সততার সর্বোচ্চ মানের প্রয়োজনের উপরেও গুরুত্ব দেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আরেকটি খুব গুরুতর পাপ যার বিষয়ে আল্লাহ আমাদের সাবধান করেছেন তা হল মিথ্যাবাদিতা। পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, সব আহমদী মুসলমানদের মিথ্যা বলা এড়িয়ে চলা উচিত, বিশেষ করে ওয়াকফে-নওদের সত্যবাদিতা এবং সততার সর্বোচ্চ উদাহরণ তৈরি করতে হবে। এটা অপরিহার্য কারণ তোমরাই তারা যারা তোমাদের সমাজকে আধ্যাত্মিকভাবে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।"

মাননীয় হুযূরের নেতৃত্বে নীরব দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শেষ হয়।

এর পূর্বে বিভিন্ন কর্মশালা, জ্ঞানগত প্রতিযোগিতা এবং আলোচনা ইজতেমায় অনুষ্ঠিত হয়।